নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে স্বাধীনতার পদধ্বনি

ডঃ দিপালী মণ্ডল এ্যাসিসটেন্ট প্রফেস
বাংলা বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্বিভাব ৫০শের দশকে। তাঁর আর্বিভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ঘটে গেছে এক বিশাল পরিবর্তন ১৯০৫-৫০ এই সময় কালে ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে এক বিশাল ঝড় বয়ে গেছে, যেমন ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯১৪ তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২০ তে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০শে আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪১ এ আগস্ট আন্দোলন, ৫০শের মন্বন্তর, দেশবিভাগ, রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা-১৯৪৭- এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ, বাঙালী সমাজ ও বাঙালী জীবনে ঘটল এক বিশাল রুপান্তর। শরৎচন্দ্রের রোমান্টিকতা, কল্লোলগোষ্ঠীর বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা রবীন্দ্রনাথের অটল বিশ্বাস সব কিছু ধুলিস্মাৎ হয়ে গেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাহিত্য রচনা করতে এগিয়ে এলেন একদল তরুন লেখক - তারা হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সন্তোষ কুমার ঘোষ প্রমুখরা।

ইতিপূর্বে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা কথা সাহিত্য এগিয়ে গেছে অনেকদূরে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সেই সময়ে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তারই সাযুজ্যে বিভূতিভূষন, তারাশংকর ও মানিকের লেখা উপন্যাস বৈচিত্রগামী হলেও রাজনৈতিক প্রচ্ছায়া থেকে তা কিন্তু সরে আসতে পারেনি। সেই সময় একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া, অন্যদিকে শহর থেকে দূরে গ্রাম-গ্রামান্তরে জাতীয়তা বোধ সর্ম্পকে সাধারন মানুষকে সচেতন করাই ছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের কাজ। দেশ মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সেই সময় কলম ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন যে সকল সাহিত্যিকেরা তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি গান্ধীবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মেজদা শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহন করে কারাবরন করেন। তাঁর পিতা সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দেন। তাই আমরা বলতে পারি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাল্যকাল থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ সর্ম্পকে অবহিত ছিলেন। তিনি জন্মে ছিলেন ফরিদপুর জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে ১৯১৮ খ্রীঃ। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে উত্তরবঙ্গে। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ বার বার ফিরে এসেছে। পরবর্তীকালে চাকুরীসূত্রে তিনি কোলকাতায় আসেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় ৫৪টি উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্ব দেখানো হয়েছে যে সকল উপন্যাসে তার মধ্যে তিনটি উপন্যাস আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়। যেমন তিমিরতীর্থ, মন্দ্রমুখর এবং বৈতালিক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনৈতিক সংকটকে পুঙ্খানুপঙ্খ ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপ্লববাদকে তিনি সমর্থন করেছেন - উদ্দেশ্য একটিই স্বাধীনতা প্রাপ্তি। তার উপন্যাসের পাতায় পাতায় স্বাধীনতার পদধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। আমি আমার আলোচনায় নিবিড় বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করবো সাধারন মানুষ কিভাবে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা পেতে সচেষ্ট হয়েছিল।

তিমিরতীর্থ (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা। এই উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বাসুদেবপুর গ্রাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূণ পর্বটি এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই পর্বটি হল একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় উত্তাল বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল, বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ, অসহযোগ ও সন্ত্রাস বাদী আন্দোলন, তরুন সমাজের রাজনীতি চর্চা সবকিছুই নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

এমনি এক দুর্বার সময়ে এই উপন্যাসের নায়ক প্রফুল্ল সেনগুপ্ত পেশায় যিনি শিক্ষক, বাস্তবিক ক্ষেত্রে ছদ্মবেশী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সৈনিক। তিনি বাসুদেবপুর গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিমিরান্ধকার দূর করে ওই গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করা। বরিশাল জেলার পাশাপাশি